দৈনিক সংবাদ

তারিখ 21 JAN 1988
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

পঞ্চগড়ে শিক্ষকের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত

পঞ্চগড়, ১৯শে জানুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)।---পঞ্চগড় জেলার ৫টি উপজেলায় ৩০২ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকটের দরুণ শিক্ষাদান কাজ দারুনভাবে ব্যাহত হচ্ছে সরকারের গৃহীত সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প।

বর্তমানে জেলার ৫টি উপজেলায় শূন্য ও সৃষ্টপদে ১০০ এর বেশী পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। সরকারী চাকরিতে নিয়োগের উপর নিষেধাজ্ঞার দরুণ শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে ১৯৮৭ সালের প্রথম দিকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে এই নিষেধাজ্ঞা শিথিল করে শতকরা ৫০ ভাগ শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের নির্দেশ দিলেও সংসদ সদস্য ও উপজেলা শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি কমিটির মধ্যে সমঝোতার অভাবে তেতুলিয়া ও দেবীগঞ্জ উপজেলায় শতকরা ৫০ ভাগ শূন্য পদে শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ আজও সম্পন্ন হয়নি।

পরবর্তীতে ১০০ ভাগ শূন্য পদে শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের নির্দেশ দিলেও সাবেক সংসদ সদস্য উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি কমিটির মধ্যে আন্তরিকতা, সমঝোতার অভাব, মতদ্বৈততা, পরস্পর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং যথাসময়ে সংসদ সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে না পারায় শূন্য পদে পঞ্চগড় জেলার ৫টি উপজেলাতেই শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি।

জেলার ৫টি উপজেলার সংসদ সদস্য ছিলেন ২ জন, একজন পঞ্চগড়-১ নির্বাচনী এলাকার সংসদ সদস্য এডভোকেট সিরাজুল ইসলাম। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর পছন্দসই প্রার্থীদের নিয়োগ করতে; আর নিয়োগ কমিটি চেয়েছিলেন মেধানুসারে নিয়োগ নিশ্চিত করতে। পরস্পর মত পার্থক্যই শিক্ষক নিয়োগ বিলম্বিত করেছে।

অপর দিকে পঞ্চগড়-২ নির্বাচনী এলাকার সাবেক সংসদ সদস্য মরহুম মোহাম্মদ ফরহাদ চেয়েছিলেন মেধানুসারে নিয়োগ নিশ্চিত করতে। তাঁর জীবদ্দশায় বোদা উপজেলায় শতকরা ৫০ ভাগ শূন্য পদের নিয়োগ নিশ্চিত হয়েছিল। দেবীগঞ্জ উপজেলা শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি কমিটি তাঁর অজ্ঞাতে নিয়োগ সম্পন্ন করার চেষ্টা করলে গণ অভিযোগের কারণে স্থগিত হয়ে যায়। ফলে ১ম ও ২য় কোন পর্যায়েরই নিয়োগ এখনো সম্ভব হয়নি।

সরকার ঘোষিত শিক্ষক নিয়োগের সর্বশেষ সময়সীমা ছিল গত ৩১-১০-৮৭ তারিখ পর্যন্ত। উল্লেখিত জটিলতার কারণে এই সময়সীমা অতিক্রম করেছে বহু পূর্বেই। সৃষ্ট ও শূন্য পদগুলো পূরণে সময়সীমা পুনরায় নির্ধারণ করেননি। ফলে প্রয়োজনীয় আদেশের অপেক্ষায় এখন শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। নতুন শিক্ষা বর্ষ শুরু হয়েছে। বিদ্যালয়গুলোতে দিন দিন ছাত্র ছাত্রী বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারাদেশে পালিত হচ্ছে শিক্ষা পক্ষ। ১লা থেকে ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে এই শিক্ষা পক্ষ পালিত হচ্ছে। কিন্তু শুধুমাত্র পঞ্চগড় জেলাতেই ১০০টির বেশী শূন্য পদে শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের অভাবে।

সম্প্রতি বোদা আদর্শ উপজেলায় ৩৩টি শূন্য ও সৃষ্ট পদে শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের জন্য আবেদন পত্র গ্রহণ করলেও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের অভাবে নির্বাচনী পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হচ্ছে না।